চ রি জা আর্কাইভ্‌জ্‌
-৪০১-

আমরা বাঙ্গালী (১)

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারক সংগ্রহ
চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়
জাদুঘর
সং নং.......

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

আমরা বাঙ্গালী (১)

'তাই আমাদের সীমা হ'ল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে তরাই।'

আমরা বাঙ্গালী। এ কথাটা আমরা ভুলতে বসেছিলাম। অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী গত ২৪ বছর ধরে বারবার লাঠি, গুলি আর কারানির্যাতনের মধ্য দিয়ে আমাদের এ কথাটা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। আর এজন্য তাদের কত না ষড়যন্ত্র ছিল, কত না মিথ্যা আর বিকৃত প্রচারণা তারা চালিয়েছে। তারা পাকিস্তানের সংহতির দোহাই দিয়েছে, আবিষ্কার করেছে ভারতীয় চরের হাত, জিগির তুলেছে "ইসলাম বিপন্নের"। আমাদের মুখের ভাষা বাংলাভাষাকে তারা বলেছে কখনো পৌত্তলিক ভাষা এবং এক রাষ্ট্র এক ভাষার দোহাই তুলেছে।

তারপর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বাঙ্গালী এই চেতনা নতুনভাবে জেগে উঠল। তবুও

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

আমরা বাঙ্গালী (১)

'তাই আমাদের সীমা হ'ল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে তরাই।'

আমরা বাঙ্গালী। এ কথাটা আমরা ভুলতে বসেছিলাম। অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী গত ২৪ বছর ধরে বারবার লাঠি, গুলি আর কারানির্যাতনের মধ্য দিয়ে আমাদের এ কথাটা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। আর এজন্য তাদের কত না ষড়যন্ত্র ছিল, কত না মিথ্যা আর বিকৃত প্রচারণা তারা চালিয়েছে। তারা পাকিস্তানের সংহতির দোহাই দিয়েছে, আবিষ্কার করেছে ভারতীয় চরের হাত, জিগির তুলেছে "ইসলাম বিপন্নের"। আমাদের মুখের ভাষা বাংলাভাষাকে তারা বলেছে কখনো পৌত্তলিক ভাষা এবং এক রাষ্ট্র এক ভাষার দোহাই তুলেছে।

তারপর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বাঙ্গালী এই চেতনা নতুনভাবে জেগে উঠল। তবুও

কিন্তু আমরা মনে প্রাণে কতটা বাঙ্গালী, আমাদের রক্ত কতটা লাল এসম্পর্কে চেতনা আর শিক্ষা পেয়েছি বাংলাদেশের নয়নমণি শেখ মুজিবর রহমানের কাছ থেকে। তাঁর বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠ ছিন্ন করেছে আমাদের তন্দ্রার জাল, সমস্ত দ্বিধা আর ভীরুতার গ্লানি ঝেড়ে আজ সমগ্র জাতি মেরুদণ্ড টান করে দাঁড়িয়েছে, মোকাবিলা করছে পৃথিবীর এক নৃশংস পাশব শক্তির—জঙ্গী ইয়াহিয়া চক্রের হত্যালীলা, লুণ্ঠন আর বর্বর অত্যাচারের।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ পশুশক্তির নখরে ক্ষতবিক্ষত। জাতি হিসাবে বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংসের জন্য জল্লাদ ইয়াহিয়া তার পশুবাহিনীকে নিরীহ, নিরস্ত্র জনতার ওপর লেলিয়ে দিয়েছে।

বাঙ্গালীরা আজ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিবের ডাকে বাংলাদেশ আজ এক আগ্নেয়গিরিতে পরিণত। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলে কটা অপবাদ রয়েছে। বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার রায় ই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

মুক্তিবাহিনী যখন অসীম সাহসিকতা এবং মরণপণ করে লাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তখন আমাদের প্রিয়

জন্মভূমি বাংলাদেশের সাথে প্রতিটি বাঙ্গালীর আরও পরিচয় দরকার। ঘনিষ্ঠ পরিচয় দরকার বাংলা অতীত ইতিহাসের সাথে, তার অতীতের গৌরবময় স ভূমিকার সাথে। তার ভূগোল, ইতিহাস ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতির মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেশবা সকলেরই থাকা উচিত। জাহাজের ক্যাপটেন যেমন গন্তব্য বন্দরটিকে প্রতিদিন শয়নে স্বপনে মনের মণিকোঠ জাগ্রত রাখেন, তেমনি বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্রের এক স্পষ্ট ধারণা আমাদের খুবই প্রয়োজন। আজ আমাদের নতুন ভাবে জাতিকে চিনতে হবে, জানতে হবে তার ইতিহাস, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পথযাত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের জীবন কাহিনী। এই চেনা-জানা আর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সংগ্রামী নেতৃত্বের মূল্য আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমাদের জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। তাই আমরা জাতিতে বাঙ্গালী। অতীতে ইসলামের জাগির তুলে বলা হয়েছে বাঙ্গালী জাতির কোন অস্তিত্ব নেই। মরা মুসলিম জাতি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বলা হয়েছে মরা পাকিস্তানী। নিজেকে সেদিন বাঙ্গালী বলা ছিল রাধ। কেউ নিজেকে বাঙ্গালী

ড়ে ওঠে যখন কোন এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে, যাদের সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনধারা একই প্রকার। এই হিসাবে আমরা বাঙ্গালী জাতি। এছাড়া যে কোন ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু জাতিত্ব গ্রহণ এভাবে সম্ভব নয়। এই কথাটা জনাব মোতাহের হোসেন চৌধুরী সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ একজন অমুসলমান কলেমা পড়ে মুসলমান হতে পারে। কিন্তু একজন বাঙ্গালী কলেমা পড়ে পাঞ্জাবী হতে পারে না।

অর্থাৎ যে কেহ ধর্মত্যাগ করতে পারে কিন্ত কারুর পক্ষে জাতিত্ব ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

এখন আমাদের বাংলাদেশের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। আমাদের দেশের পূর্বে ব্রহ্মদেশ, আসাম ও ত্রিপুরা, উত্তরে মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গের একাংশ। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

আর এই বাংলাদেশের নদনদীর নামেরই বা বাহার কত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, তিস্তা, কর্ণফুলী, রমা, আত্রাই, তিতাস, গোমতী—কী সুন্দর কাব্যময় নাম। র সবুজ পাখির গান মুখরিত আম জাম কাঁঠালের স্নিগ্ধ ায়ায় ছায়ায় গ্রাম্য পথ।

াংলাদেশের এই স্নিগ্ধ মধুর মূর্তি দেখেই না কবি বলেছেন—

মা বলিতে প্রাণ করে আনচান
চোখে আসে জল ভরে।

বাংলাদেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ আর খৃষ্টান যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করছে। বিদেশী শাসক আর পাকি- সরকার ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে বার বার বাঙ্গালী- মধ্যে বিভেদ আনতে চেয়েছে। চেষ্টা করেছে তার জাতীয়- বাদী চেতনাকে নষ্ট করতে। কিন্তু তাদের চক্রান্ত সফ- হয়নি।

বাঙ্গালী জাতি আর বাংলাদেশ খুবই প্রাচীন। আজকে- বাংলাদেশ বহু প্রাচীন কাল থেকেই 'বঙ্গ' অথবা 'বঙ্গাল- নামে পরিচিত ছিল। ইতিহাসে সমতট বলে অভিহিত এলাকাই প্রকৃতপক্ষে আজকের বাংলাদেশ। ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গকে রাঢ় নামে এবং উত্তরবঙ্গকে বরেন্দ্রভূমি নামে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ-অথর্ববেদে প্রথম এই 'বঙ্গাল' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় আমরা এক প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

পশ্চিম পাকিস্তানের মিল মালিক আর পুঁজিপতিরা গত ২৪ বছর ধরে এই বাংলাদেশ শোষণ করে আসছে। তাদের -াষণে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট, পাবনা, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এই উনিশটি জেলা নিয়ে বাংলাদেশ। সর্বশুদ্ধ থানা আছে ৪১২টি আর ইউনিয়নের সংখ্যা আড়াই হাজারের কাছাকাছি। ৬৮ হাজার গ্রাম শতসুপ্ত সন্তানকে এতদিন কোলে আগলে রেখেছিল। আজ বঙ্গবন্ধুর বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানে বেরিয়ে এসেছে সাড়ে সাত কোটি মানুষ। বাংলাদেশ আজ অগ্নিগিরি। বাংলাদেশের ৫৫,১২৬ বর্গমাইল জুড়ে চলছে আজ ইয়াহিয়ার নর ঘাতকবাহিনীর হত্যালীলা। ৪০০০ মাইল দীর্ঘ নদীপথ আজ আর ভাটিয়ালী সুরে উদাস হয়ে উঠে না। নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীর রক্তে নদী লাল হয়ে গিয়েছে।

ময়মনসিংহের সীমান্তে গারো পাহাড় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিশাল সমতলভূমি, আর চট্টগ্রাম যেখানে আরাকান বুকে ঠোঁটে মিশেছে তার মেঘ-ছোওয়া উঁচুনিচু পর্বতশ্রেণী কিংবা সাগরের ঢেউয়ের মত পাহাড়ের কোলে কোলে নিবিড় বনরাজি থেকে উত্তরপূবে সিলেটের গালিচার মতো চায়ের বাগান অথবা দক্ষিণে সুন্দরবন আর উত্তরে লালমাটি ছড়ানো দিনাজপুর সর্বত্র আজ 'শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে।'

এই আমাদের বাংলাদেশ। কেন এই বাংলাদেশ আজ মুক্তির সংগ্রামে অকাতরে রক্ত ঢালছে, তার পশ্চাতে শোষণের

—কাহিনী রয়েছে তা আরব্য উপন্যাসকেও হার মানায়।

"বাংলাদেশে প্রবেশের হাজার পথ খোলা রয়েছে কিন্তু বের র কোন পথ নেই।"

বল্লেছিলেন একজন বিদেশী ভ্রমণকারী।

কথাটা ঘুরিয়ে বলা চলে যে, একবার যারা বাংলাদেশে এসে কিয়ে বসেছে, তারা কখনও আর নড়ে বসতে চায় নি। বাংলা শের ধন সম্পদ, তার ফসল ভরা মাঠের দিকে চেয়ে শোষকরা াঁকের মতো লেগে থাকতে চেয়েছে এদেশে।

বাঙ্গালীর উদার স্বভাব, আতিথেয়তা আর শান্ত সরলতা হস্যা কাউকে সন্দেহের চোখে দেখেনি। তাদের নিবিড় ছায়ায় ায়ায় তার আঁচল পাতা রয়েছে সবার জন্য।

কাজেই এখানে একবার যে আসে সে ফিরে যেতে চায় না। াংলার সরল মানুষগুলোর ভালবাসার সুযোগ নিয়ে শোষণের াস্‌নদ্‌ পাকা করে।

হ্যাঁ! পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর এরকমই ঘটেছে। আর ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের মাথায় হাত বুলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের গুটিকয়েক ব্যবসায়ী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এদের সহায়তা করছে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণের আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার জন্য মূল লাহোর প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। সাধারণ দরিদ্র অবহেলিত মুসলিম জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েই অগণিত মুসলমান-

স্তান আন্দোলনে টেনে আনা হয়েছে। আর একথা ...র হলেও সত্যি যে, একমাত্র বাংলাদেশেই অবিভক্ত মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের দাবীতে শতকরা ...মুসলিম আসনে জয়লাভ করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের ...গুলোতে তারা মন্ত্রিত্ব গঠন করতে পারেনি ১৯৪৬ সালের ...চনের পর। এমনকি যে পাঞ্জাবী চক্র আজ পাকিস্তানের ...ন্য ও সংহতির নামে বাংলাদেশে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, ...ত্যাচার করছে মেয়েদের উপর, লুঠপাট করছে শহর গ্রাম ...ন্দর—সেই পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ সেদিন ক্ষমতায় যেতে ...ারেনি।

কিন্তু পাকিস্তান কায়েমের পর সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনে তারাই সমগ্র দেশের খবরদারির ভার নিল। ভারত থেকে আগত মুসলিম ধনিকগোষ্ঠী আর পাকিস্তানের শাসকচক্র হাত মেলালো—উদ্দেশ্য দেশের সমস্ত ধনসম্পদ নিজেদের পকেটে জড়ো করা। তাই ঘন ঘন তাদের মুখে 'ইসলাম বিপন্ন'-এর ধুয়া শোনা গেল। বাংলাদেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে শোষণের একটা নিখুঁত যন্ত্র প্রথম থেকেই চালু করা হয়েছে।

... পাকিস্তানে আদমজী আর দাউদগোষ্ঠী একদিনে ... শাসকশ্রেণী বাংলাদেশ শোষণের ...

দেশের সোনালী আঁশ পাট, পাট…
রপ্তানী করেই পাকিস্তানের সম্পদ গড়ে উঠবে, তা…
রক্ষা করা চাই–ই চাই।

এজন্য ধর্মীয় জিগিরই মোক্ষম হাতিয়ার। লাহোর…
অখণ্ড পাকিস্তানের কোন প্রশ্ন ছিল না। লাহোর প্রস্তাবে…

তা হল এই ঃ

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের বিশেষ…
মত অভিমত এই যে, নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির ভিত্তিতে…
না হলে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে চালু করা…
নয় বা তা মুসলমান জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।
… প্রয়োজন মতো আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতে ভৌগলিক…
…চারে সন্নিহিত এলাকাগুলো নিয়ে এমন অঞ্চল গঠন করতে…
…বে যেন সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন ভারতের উত্ত…
পশ্চিম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে, সেখানে তাদের নিয়ে এমন "স্বাধী…
রাষ্ট্রসমূহ" গঠন করা যায়; যার অংশগুলো হবে স্বা…
শাসনের অধিকারী ও সার্বভৌম……" প্রস্তাবে অতঃপর —
হয়েছে ; "এই মৌলিক নীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি শাসন…
পরিকল্পনা রচনা করার জন্য এই অধিবেশন ওয়াকিং কমি…

ক্ষমতা দিচ্ছে, যেন বিভিন্ন অঞ্চল সমূহের দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, আমদানী রপ্তানী শুল্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকে।"

তাহলে বলা চলে যে, মূল লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, আমদানী রপ্তানী শুল্ক প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভের আইন সঙ্গত অধিকারী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী হয়েছে? পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠী স্বায়ত্ব শাসণের প্রতিটি দাবীর মধ্যেই 'ইসলাম বিপন্ন' ও পাকিস্তান-এর অখণ্ডত্ব ও সংহতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

সত্যিই সেলুকাস, বিচিত্র এ দেশ। আসলে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর ধন সম্পদ শোষণ আর বাংলাদেশকে উপনিবেশ রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের খান সাহেবদের ভুঁড়ি মোটা করাই ছিল পাকিস্তান শাসকদের লক্ষ্য। তাই তারা 'ইসলামী জাতীয়তাবাদ' এর জিগির তুলেছেন, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর বিরুদ্ধে ভারতীয় জুজু আবিষ্কার করেছে। খোদ্ জিন্না সাহেব গভর্ণর জেনারেল হওয়ার পর বাংলাদেশে এসে বাঙ্গালীদের উপদেশ খয়রাত করেছেন হুমকির সুরে। ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ সমাবর্তন সভায় তিনি বলেন, "দেশে পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা বেশ তৎপর। তারা পাক রাষ্ট্রের ঐক্যের উপর আঘাত হানতে চাইছে।"

তাই ছাত্র ও যুব সমাজকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বললেন ঃ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে যেন তারা বিভ্রান্ত না হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। আর কোন ভাষা নয়।

শতকরা ৭ জন লোকের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জেদের মধ্যে পাকিস্তানের শাসকদের চেহারাটা বাঙ্গালীদের কাছে সেদিনই ধরা পড়েছিল। ধর্মীয় ভিত্তিতে দ্বিজাতি-তত্ত্বের খোঁড়া যুক্তিকে চাঙ্গা রাখার জন্য শাসকদের এটা প্রয়োজন ছিল। কারণ একটি জাতিকে তার ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে এনে নিঃসাড় করে রাখতে পারলে শোষণের মসনদ্‌টার ভিত্‌ জোর-দার হয়।

পাকিস্তানের দাবীদার থেকে কর্ণধারদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে মূল ভূখণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে বাংলা-দেশকে উপনিবেশ করার চক্রান্ত করেছিলেন। তাই দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বাংলাদেশে রাজধানী না করে করাচীতে রাজধানী স্থাপন করে ভারত থেকে আগত শিল্প-পতি, ব্যবসায়ী ও মুসলিম লীগের বড় বড় পাণ্ডারা সেখানে জাঁকিয়ে বসলেন। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নেমে পড়লেন তারা। ইসলামী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী রাষ্ট্রের জিগির ও ভারতীয় জুজুর ভয় দেখিয়ে লাহোর প্রস্তাবের ওয়াদা থেকে তারা সরে

গেলেন। মুসলিম লীগের এই নেতৃত্ব সদলবলে করাচী এসে আস্তানা গাড়লেন।

মুসলীম লীগের বাঙ্গালী নেতাদের একটা অংশ যে এটা চায়নি তা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওর্দী তৎকালে কলকাতায় থেকে যাওয়া থেকেই আঁচ করা যায়। তার মত দূরদর্শী নেতার পক্ষে এটা আঁচ করা অসম্ভব ছিল না। তাই বাংলাদেশে তিনি যখন এলেন, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তাকে 'ভারতীয় কুত্তা' বলে গালিগালাজ করে পূর্ববাংলা থেকে একবার বহিষ্কার করে দেন।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে এ ধরনের অশালীন-উক্তিতে স্বভাবতই বাঙ্গালীরা সেদিন ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দীর 'শির কুচাল দেঙ্গে' বলে আস্ফালন করা সত্ত্বেও জনাব লিয়াকত আলি তার বাংলাদেশে আগমন রোধ করতে পারে নি। বাঙ্গালীদের অবমাননা আর শোষণের গোড়া পত্তন হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে।

বাংলাদেশ শোষণের কাহিনী আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অপেক্ষা যে বিস্ময়কর, এর মধ্যে কিছু বাড়িয়ে বলার নেই।

দেখা গেল দেশ ভাগ হওয়ার পরই বাংলাদেশে সরকারী বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে সবত্রই অবাঙ্গালীদের বসান হল, শতকরা ৮০ ভাগ সরকারী কর্মচারী হলেন অবাঙ্গালী। অথচ বাংলাদেশে সেদিন শিক্ষিতের হার ছিল সবচেয়ে বেশী, পদস্থ

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন অবাঙ্গালী। দেশরক্ষা, জুট বোর্ড, শিক্ষা দপ্তর সর্বত্রই অবাঙ্গালীর প্রাধান্য। এক কথায় বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য সবদিক থেকে আঁট ঘাঁট বাধা হল। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে) মন্ত্রীরা বাঙ্গালী হলেও তারা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির অন্ধ সমর্থক। বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, দেশরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা সব কিছুর উপর পশ্চিম পাকিস্তান তার থাবা শক্ত করল। 'ইসলামী ভ্রাতৃত্বের' গালভরা বুলির আড়ালে বাংলাদেশে শোষণের গোড়াপত্তন এভাবেই হয়।

গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদস্য সংখ্যা ছিল ২৮টি এবং পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ) সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪টি, সেদিন দলে ভারী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অন্যায় আবদার সহ্য করেছে বাংলাদেশ। তার উপর বাংলাদেশ থেকে ৬টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন কাইয়ুম খান, অপর জন লিয়াকৎ আলী খান। বাঙ্গালীরা সেদিন সরল মনে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক-শ্রেণীর ভাওতায় বিশ্বাস করেছিলো। এ ভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম চার বছরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করে।

শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় (লক্ষ টাকা)

		বাংলাদেশ	পঃ পাকিস্তান
প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৪৭-৪৮	৩৭	১০৯
	১৯৫৭-৫৮	৩০৯	৫০৯
	১৯৬৭-৬৮	১০১৪	১৬১৪
মাধ্যমিক শিক্ষা	১৯৪৭-৪৯	২৪	৫১
	১৯৫৭-৫৮	১২০	২৬৪
	১৯৬৭-৬৮	৬০৬	৭১৯
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	১৯৪৭-৪৮	১০·৩	১৮·৬
	১৯৫৭-৫৮	৬৩·৫	১২৫·৩
	১৯৬৭-৬৮	১৭১·৮	৪২৭·১
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৯৪৭-৬৭	২,১৬৮·৭	৩,১৭৯·৮

সাহিত্যবিশারদ কোষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৪০২

মূল্য মাত্র দশ পয়সা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জয় বাংলা

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
৪০৭

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার
দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য মাত্র দশ পয়সা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জয় বাংলা

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কোষ গ্রন্থাগার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
৫০৭

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার
দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।